<u>প্রস্তাবিত রাবার আইন, ২০২৫ এর খসড়া</u>

রাবার আইন, ২০২৫
(.......... সনের ...... নং আইন)

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ রহিতক্রমে সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের জন্য বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু উপযোগী হিসেবে স্বীকৃত; এবং যেহেতু ১৯৬০-৬১ সালে বাংলাদেশের রাবার চাষের সূচনা হওয়ার পর হইতে রাবার চাষের সম্ভাবনা দৃশ্যমান হওয়ায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে রাবার চাষের উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে; এবং যেহেতু রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি, মানবসম্পদ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখিতে সক্ষম হিসেবে গবেষণা রহিয়াছে; এবং যেহেতু রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের প্রচেষ্টা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং কার্যাবলী নির্ধারণ করা হইয়াছে; এবং যেহেতু বাংলাদেশে রাবার চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা বিরাজমান রহিয়াছে; এবং যেহেতু দেশে রাবারের চাহিদা মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে রাবার ও রাবারজাত পণ্য আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে; পাশাপাশি কৃত্রিম রাবারেরও বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়িবার শংকা রহিয়াছে; এবং যেহেতু দেশীয় রাবার ও রাবার শিল্পের সুরক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য আইনি সীমাবদ্ধতা দূর করিবার নিমিত্ত রাবার খাতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ রহিতক্রমে **সময়োপযোগী করিয়া রাবার আইন পুনঃপ্রণয়ন** সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩- রহিতক্রমে সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল: -

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন রাবার আইন, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে
(১) "**বোর্ড**" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাবার বোর্ড;
(২) "**রাবার**" অর্থ রাবার গাছ হইতে প্রাপ্ত কষ বা ল্যাটেক্স এবং উহার উপজাত কোন পদার্থ বা একাধিক পদার্থ এবং
(ক) অপরিশোধিত রাবার, অর্থাৎ যে কোন রাবার গাছের পাতা, বাকল বা কষ বা ল্যাটেক্স থেকে প্রস্তুতকৃত রাবার;
(খ) যে কোন রাবার গাছের ল্যাটেক্স, তরল বা জমাট বাঁধা, রাবারে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলাকালীন যেকোন পর্যায়ে;
(গ) ল্যাটেক্স (শুকনো রাবার) ঘনত্বের যেকোন অবস্থায়;
(৩) "**নির্বাহী কর্মকর্তা**" অর্থ বোর্ডের **নির্বাহী কর্মকর্তা**;
(৪) "**সদস্য**" অর্থ বোর্ডের কোন সদস্য;
(৫) "**চেয়ারম্যান**" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;
(৬) "**প্রবিধান**" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধান;
(৭) "**ফৌজদারী কার্যবিধি**" অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(৮) “**বিধি**” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৯) “**কমিটি**” অর্থ ধারা ১৭ এর অধীন বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক গঠিত কোন কমিটি;

(১০) “**কর্মচারী**” অর্থ বোর্ডে কর্মরত সকল কর্মচারী;

(১১) “**আমদানি**” এবং “**রপ্তানি**” অর্থ Import and Export (Control) Act, 1950 (Act No. XXXIX of 1950) এর Section ২(C) তে সংজ্ঞায়িত import and export;

(১২) “**উপ-কর**” অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন আদায়কৃত উপ-কর;

(১৩) “**ব্যক্তি**” অর্থে কোন পাইকারী বা খুচরা বিক্রেতা বা এজেন্ট বা কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বা অংশীদার ইহার অর্ন্তভূক্ত হইবে;

(১৪) “**বাগান**” অর্থ রাবার বাগানের আওতাভুক্ত রাবার চাষের উপযোগী নির্দিষ্ট ভূখন্ডকে বুঝাইবে।

(১৫) “**মালিক**” অর্থ কোন বাগান বা ক্ষুদ্রায়তন বাগানের মালিক বা ইজারা গ্রহীতা, এবং মালিক বা ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নিয়োজিত এজেন্টও ইহার অর্ন্তভূক্ত হইবে;

(১৬) “**কাস্টমস কর্মকর্তা**” অর্থ-

(ক) রাবার রপ্তানির ক্ষেত্রে, Custom Act, 1969 (Act No. IV of 1969), এর Section 3 এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কাস্টমস কর্মকর্তা; এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, এই আইনের অধীন কাস্টমস কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(১৭) “**বৃহদায়তন রাবার বাগান**” অর্থ ১০ (দশ) একর বা তদুর্ধ্ব আয়তনের রাবার বাগান**;** এবং

(১৮) “**ক্ষুদ্রায়তন বাগান**” অর্থ ১০ (দশ) একরের নিম্নে কোন রাবার বাগান;

(১৮) “**নিবন্ধিত**” অর্থ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোন সমিতিকে বুঝাইবে;

(১৯) “**লাইসেন্স**” অর্থ এই আইনের অধীনে প্রদত্ত যে কোন লাইসেন্স।

৩। আইনের প্রাধান্য।- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

৪। বোর্ড প্রতিষ্ঠা।- (১) বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ (.......) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাবার বোর্ড (Bangladesh Rubber Board) এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে ।

(৩) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ডের স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) “বাংলাদেশ রাবার বোর্ড” এই নামে ইহার পক্ষে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। বোর্ডের কার্যালয়।- (১) বোর্ডের প্রধান কার্যালয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে অবস্থিত হইবে।

(২) বোর্ড, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে। প্রয়োজনে আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। বোর্ড গঠন, ইত্যাদি।- (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক, নির্ধারিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, অন্যুন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বোর্ডের পরিচালক ০২ (দুই) জন বোর্ডের সার্বক্ষণিক সদস্য হইবেন;

(গ) রাবার বাগান রহিয়াছে এমন কোন বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), পদাধিকারবলে;

(ঘ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
(..) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
(ছ) প্রধান বন সংরক্ষক, পদাধিকারবলে;
(জ) বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
(ঝ) বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
(ঞ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
(ট) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা;
(..) বান্দরবান জেলা পরিষদের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা;
(ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত নিবন্ধিত রাবার বাগান মালিক সমিতির প্রতিনিধি ০৩ (তিন) জন;
(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত নিবন্ধিত রাবার শিল্প সমিতির প্রতিনিধি ০৩ (তিন) জন;
(ঢ) সরকার কর্তৃক মনোনীত রাবার উৎপাদনকারী চা বাগানের একজন মালিক প্রতিনিধি;
(ণ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন রাবার বিশেষজ্ঞ;
(ন) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্নসচিব পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
(ত) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্নসচিব পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা; এবং
(থ) বোর্ডের **নির্বাহী কর্মকর্তা**, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) বোর্ডের সদস্য সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সভার সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

(৩) বোর্ড সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজন মনে করিলে, অন্য কাউকে সদস্য অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবে।

৭। সদস্য পদের মেয়াদ।- (১) ধারা ৬ এর দফা (খ), (ঢ) ও (ণ) এর অধীন মনোনীত কোন সদস্য, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় উহার প্রদত্ত কোন মনোনয়ন বাতিল করিয়া উপযুক্ত নূতন কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময়, উক্ত সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সরকার কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। চেয়ারম্যানের বেতন ও ভাতা।- সার্বক্ষণিক চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ছুটি, পেনশন, ভবিষ্য তহবিল এবং অন্যান্য বিষয়ে বেতন ও ভাতা এবং চাকরির শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন এবং খন্ডকালীন চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সম্মানী ও ভাতা এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী পাওয়ার অধিকারী হবেন।

৯। বোর্ডের কর্মকর্তাগণ।– (১) সরকার, বোর্ডের নির্ধারিত অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের ০২ (দুই) জন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার পরিচালক নিয়োগ প্রদান করিবে।

(২) সরকার, বোর্ডের নির্ধারিত অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের জন্য একজন উপসচিব পদমর্যাদার একজন নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করিবে।

(৩) পরিচালক এবং বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তা, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ছুটি, পেনশন, ভবিষ্য তহবিল এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত বেতন এবং ভাতা পাওয়ার অধিকারী হইবেন এবং তাদের চাকরির শর্তাবলী দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

(৪) সরকারের অনুমতি ব্যতীত, চেয়ারম্যান, পরিচালক এবং নির্বাহী কর্মকর্তা এই আইনের অধীনে তাদের দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন কোনো কাজ করিবেন না।

১০। সভা।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে ।

(২) চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন তাহার অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান ও অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে ।

(৫) বোর্ডে উপস্থাপিত যেকোন বিষয়ে সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৬) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহ অনতিবিলম্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১১। বোর্ডের কার্যাবলি। - বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা –

(১) (ক) রাবারের চাষ, উৎপাদন, মান, বিপণন, গবেষণা ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত যে কোন নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

(খ) সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহযোগিতায় রাবার চাষ উপযোগী জমি চিহ্নিত করা;

(গ) রাবার চাষে আগ্রহী উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাছাই করা;

(ঘ) রাবার বাগান সৃজনে উহার মালিক বা, ক্ষেত্রমত, বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ/উৎসাহ প্রদান করা;

(ঙ) রাবার বাগানের মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া;

(চ) রাবার বাগানের মালিক বা, ক্ষেত্রমত, বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা;

(ছ) রাবার বাগানের জমির অনুপযুক্ত অংশে (৩৫ ডিগ্রি ঢালের উপরে অথবা জলাবদ্ধ অংশে) ফলজ, বনজ বা ঔষধি বৃক্ষসহ অন্যান্য সহায়ক অর্থকরী ফসল উৎপাদনে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা;

(জ) বাগান এবং রাবারজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী বা উৎপাদনকারী কারখানা নিবন্ধীকরণ এবং বাগান মালিক, ল্যাটেক্স, রাবার শীট উৎপাদনকারী, রপ্তানিকারক, ব্রোকার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাগণকে লাইসেন্স প্রদান করা;

(ঝ) রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ডাটাবেজ তৈরী ও নিয়মিত হালনাগাদ করা;

(ঞ) রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ;

(ট) রাবার বাগান ও রাবার শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঠ) রাবার বাগানসমূহ তদারকি করার জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা।

(ড) রাবার চাষ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(ঢ) নতুন বাগান প্রতিষ্ঠা করাসহ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী রাবার সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যের সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করা অথবা যেকোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অর্জন, গ্রহণ ও পরিচালনা;

(ণ) বাগানের রাবার চাষ বহির্ভূত অতিরিক্ত জমির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ/বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ত) ক্ষুদ্রায়তন রাবার বাগানের মধ্যে সমবায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(থ) জীবনচক্র হারানো রাবার কাঠ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান; এবং

(দ) রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) বোর্ডের আরো কার্য হইবে;

(ক) রাবার বাগানের জমির ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সরকারকে সুপারিশ প্রদান;

(খ) নীতিমালা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারকে সুপারিশ, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(গ) জমি ইজারা বা বরাদ্দ প্রদান এবং চুক্তির শর্ত পালনকারীদের অনুকূলে ইজারা নবায়নের নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ;

(ঘ) রাবার বাগান সৃজন এবং রাবার শিল্প স্থাপন ও বিকাশে মালিক বা, ক্ষেত্রমত, বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে ঋণ ও বীমা সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(ঙ) ক্ষতিকারক কৃত্রিম রাবার সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানি, বিপণন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিবার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(চ) রাবার চাষ ও রাবার শিল্প বিষয়ে গবেষণার নিমিত্ত রাবার গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;

(৩) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন করা।

১২। বোর্ডের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ। - (১) বোর্ডের উপর সরকারের সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ থাকিবে এবং বোর্ড উহার কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশনাবলী দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(২) সরকার, উপযুক্ত মনে করিলে, বোর্ডের যে কোন কার্য বাতিল, স্থগিত বা সংশোধন করিতে পারিবে এবং বোর্ডের রেকর্ডপত্র সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বোর্ডের ক্ষমতা

১৩। রাবার উপ-কর আরোপ।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মালিকদের নিকট হইতে বাংলাদেশে উৎপাদিত সকল রাবারের বিক্রয় মূল্যের উপর সরকার সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত উপ-কর আরোপ ও আদায় করিতে পারিবে;
তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দিষ্টকৃত উপ-করের হার ১০% (শতকরা দশ ভাগ) এর অধিক হইবে না এবং ০৩% (শতকরা তিন ভাগ) এর কম হইবে না।
(২) (ক) উপ-কর বাবদ আদায়কৃত অর্থ বোর্ডের সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা হইবে।
(খ) বোর্ড কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ ব্যয় করা যাইবে; যথাঃ-
(১) বোর্ডের কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যয় নির্বাহ;
(২) রাবার সম্পর্কিত কোন আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা প্রদান;
(৩) কর্মচারী কল্যাণার্থে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গঠিত ও পরিচালিত প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা ও আনুতোষিক প্রদান; এবং
(৪) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোন ব্যয়।
শর্ত থাকে যে, বোর্ড, এতদউদ্দেশ্যে প্রণীত বিধির বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর ক্ষমতার আওতায় যে কোন উদ্দেশ্যে জামানত হিসাবে উহার তহবিল বা অন্য কোন সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৪। অভ্যন্তরীণ বাজারে রাবার বিক্রয়ের জন্য রাবার আমদানি বা রাবার ক্রয় করার বোর্ডের ক্ষমতা।- অভ্যন্তরীণ বাজারে রাবার বিক্রয়ের জন্য রাবার আমদানি করা বা রাবার ক্রয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য প্রযোজ্য এবং বৈধ হইবে।

১৫। বোর্ডের সাথে পরামর্শ।- এই আইনের অধীনে বোর্ডের বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার আগে, সরকার সাধারণত বোর্ডের সাথে পরামর্শ করিবে।
তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের গৃহীত কোন পদক্ষেপ অবৈধ হইবে না অথবা কেবল এই কারণে প্রশ্ন তোলা হইবে না যে, এই ধরণের পরামর্শ ছাড়াই পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে।

১৬। প্রধান নির্বাহী।- চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং বোর্ডের কার্যাবলীর দক্ষ ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন।

১৭। কমিটি গঠন ও উহার কার্যপরিধি।- (১) বোর্ডের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বা কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন বা সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বোর্ড উহার সদস্য এবং উহার বিবেচনায়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।
(২) কমিটির সদস্য সংখ্যা, দায়িত্ব, মেয়াদ ও কার্যপরিধি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
(৩) কমিটির সদস্য বোর্ড হইতে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সভার সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

১৮। বোর্ডের তহবিল। - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ডের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা :-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বোর্ডের নিজস্ব বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়;
(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান;
(ঘ) বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ঋণ;
(ঙ) সরকার কর্তৃক ঋণের মাধ্যমে বোর্ডকে প্রদত্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;
(চ) বোর্ডের অভ্যন্তরীণ এবং অতিরিক্ত বাজেটের সম্পদ;
(ছ) ধারা ১৩, ২৫ এর অধীনে প্রাপ্ত এবং সংগৃহীত সমস্ত অর্থ;
(জ) এই আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীনে আরোপিত এবং সংগৃহীত অন্য যেকোনো অর্থ; এবং
(ঝ) রাবার আইন, ২০২৫ প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বোর্ডের তহবিল গঠনকারী সমস্ত অর্থ।

(২) তহবিল বোর্ডের নামে যে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় করা যাইবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারায় “তফসিলি ব্যাংক” বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) তহবিল হইতে বোর্ডের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে, যথাঃ-
(ক) বোর্ডের ব্যয় নির্বাহের জন্য;
(খ) ধারা ১১ -এ উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের খরচ নির্বাহের জন্য;
(গ) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীনে এর কার্য সম্পাদনে ব্যয় নির্বাহের জন্য;
(ঘ) শ্রমিক, কর্মচারীদের কল্যাণ, ক্ষুদ্র চাষীদের পুনর্বাসনের খরচ নির্বাহের জন্য;
(ঙ) রাবার বাগানগুলিকে অনুদান প্রদানের জন্য অথবা রাবার বাগানগুলির উন্নয়নের জন্য বোর্ড যে ধরণের সহায়তা প্রয়োজন মনে করিবে সেই ব্যয় নির্বাহের জন্য; এবং
(চ) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোন ব্যয়।

১৯। রাবার আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা: - (১) সরকার, সাধারণভাবে বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর ক্ষেত্রে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, রাবার আমদানি বা রপ্তানি নিষিদ্ধ, সীমাবদ্ধ বা অন্যথায় নিয়ন্ত্রণ করিবার বিধান করিতে পারিবে।
(২) উপ ধারা ০১ এর অধীনে বা কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭ এর অধীনে যে সকল পণ্য আমদানি বা রপ্তানি নিষিদ্ধ, সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে সেগুলি এই আইনেও কার্যকর হইবে।
(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ লঙ্ঘন করেন, তাহলে তিনি, উপ-ধারা (২) অনুসারে প্রযোজ্য কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর দ্বারা আরোপিত কোন বাজেয়াপ্ত বা জরিমানার বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ধারা ২১ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২০। রাবার বিক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা ।- বোর্ড, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উল্লিখিত যেকোনো শ্রেণীর ব্যবসা পরিচালনার সময় বিধিতে উল্লিখিত যেকোনো ধরণের রাবারের জন্য সর্বোচ্চ মূল্য বা সর্বনিম্ন মূল্য অথবা আরোপিত সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২১। রাবার বিপণন, ইত্যাদির লাইসেন্স।- বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত কোনো ব্যক্তি রাবার বিক্রি বা অন্যথায় বিনিয়োগ করতে পারিবেন না এবং কোনো ব্যক্তি রাবার কিনতে বা অন্যথায় অর্জন করিতে পারিবেন না।

২২। ধারা ২১ এর অধীনে লাইসেন্স সম্পর্কিত বিধান।- (১) ধারা ২১ এর অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স, বোর্ড কর্তৃক বোর্ডের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হইবে।
(২) ধারা ২১ এর অধীনে অনুমোদিত লাইসেন্স কেবলমাত্র লাইসেন্সে উল্লিখিত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বৈধ থাকিবে;
তবে শর্ত থাকে যে বোর্ড সময়ে সময়ে এই ধরণের যেকোনো লাইসেন্সের বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।
(৩) বোর্ড যেকোনো সময় বিধিতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, ধারা ২১ এর অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) উপ ধারা ৩ এর অধীনে লাইসেন্স বাতিলের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান বরাবর পুনর্বিবেচনার আবেদন করিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৩। রাবার অধিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা।- (১) ধারা ২১ এর অধীনে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিত কোন ব্যক্তি রাবার ক্রয়, বিক্রয় বা সংরক্ষণ করিতে পারিবেন না অথবা রাবার অর্জন করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তি তার দখলে কোন রাবার রাখিতে পারিবেন না।
(২) উপ-ধারা (১) লঙ্ঘন করিলে, ধারা ২১ এর বিধান অক্ষুণ্ন রাখিয়া, কোন আদালত, সন্তুষ্টিক্রমে, নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, এইরূপ লঙ্ঘন করা হইয়াছে, তা সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

২৪। রাবারের মান নির্ণয়, ইত্যাদি।- (১) বোর্ড বাংলাদেশে উৎপাদিত অথবা প্রক্রিয়াজাতকৃত, আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত রাবারের জন্য বিভিন্ন ধরণের রাবারের মান নির্ধারণ, নির্ণয়, চিহ্নিতকরণ, লেভেলিং এবং প্যাকেজিং এর মান বাস্তবায়ন করিবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে, চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বোর্ডের যেকোনো কর্মকর্তা, যেকোনো যুক্তিসঙ্গত সময়ে, যেকোনো ডিলার বা প্রক্রিয়াজাতকারীর যেকোনো কারখানা বা অন্য কোনো ডিলার, প্রক্রিয়াজাতকারী বা প্রস্তুতকারক বা রপ্তানিকারকের প্রাঙ্গণ, গুদামে বিক্রিত বা ক্রয়কৃত রাবার পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

২৫। লাইসেন্স, ইত্যাদির জন্য ফি।- ধারা ২১ অথবা ধারা ২২ এর অধীনে লাইসেন্স ইস্যু এবং নবায়নের জন্য বোর্ড নির্ধারিত ফি আরোপ করিতে পারিবে।

২৬। রিটার্ন জমা দেওয়া এবং হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ।- নির্ধারিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে, প্রত্যেক মালিক বা উৎপাদক, এবং ধারা ২১ এর অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্সধারী-
(ক) বোর্ডের কাছে নির্ধারিত সময়ে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে এবং নির্ধারিত বিবরণ সম্বলিত রিটার্ন জমা দিবেন;
(খ) তাহার সম্পত্তি বা ব্যবসা সম্পর্কিত, যথাসম্ভব সঠিক হিসাব এবং অন্যান্য রেকর্ড, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে সংরক্ষণ করিবেন;
(গ) সরকার কর্তৃক অথবা বোর্ড কর্তৃক অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বোর্ডের যেকোনো সদস্য অথবা বোর্ডের যেকোনো কর্মকর্তাকে, (খ) ধারায় উল্লিখিত হিসাব এবং রেকর্ড প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৭। বাজেট।- বোর্ড, প্রত্যেক বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ফরমে অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে বোর্ডের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে ।

২৮। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।- (১) বোর্ড, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে ।
(২) প্রতি বৎসর বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত চার্টার্ড একাউন্ট ফার্ম বোর্ডের তহবিলের হিসাব নিরীক্ষার কাজ সম্পাদন করিবে ।
(৩) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বোর্ডের তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার এবং, ক্ষেত্রমত, বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।
(৪) উপ-ধারা- (৩) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বোর্ডের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং সচিব বা বোর্ডের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২৯। ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।- বোর্ড এই আইনের অধীন ইহার কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্ত, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রযোজ্য শর্তাবলির অধীন উক্ত **ঋণ** পরিশোধের জন্য বোর্ড দায়ী থাকিবে।

৩০। পরামর্শক নিয়োগ।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় এইরূপ কোন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, বোর্ড, প্রয়োজনে, পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শকের দায়িত্ব ও তাহাদের নিয়োগের শর্তাবলী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৩১। মজুরী নির্ধারণ।- বোর্ড এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নতম মজুরী বোর্ড এর সহিত পরামর্শ করিয়া রাবার বাগানে কর্মরত শ্রমিক ও টেপারদের মজুরী নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৩২। বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য।- (১) বোর্ডের একজন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাবলি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে। এবং তিনি

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) বোর্ডের নিকট কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করিবেন; এবং

(গ) বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী বোর্ডের কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন ।

(২) নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা -

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(খ) বোর্ডের কর্মসূচি এবং বাৎসরিক কর্মসূচির বাজেটসহ রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন;

(গ) বোর্ডে কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

(ঘ) বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণ; এবং

(ঙ) বোর্ডে কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন।

৩৩। বোর্ডের কর্মচারী।- বোর্ড উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৪। বার্ষিক প্রতিবেদন।- (১) বোর্ড প্রত্যেক বৎসরের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অব্যবহিত পূর্বের অর্থবৎসরের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে যাহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে গৃহীত উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত কর্মসূচি, প্রাকলিত ও প্রকৃত আয় ও ব্যয়, সাফল্য নিরূপণের জন্য নির্ধারিত প্রধান নির্ণায়কসমূহের আলোকে অর্জন এবং সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ অবস্থা এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থার বিশ্লেষণ থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার প্রয়োজনে, বোর্ডের নিকট হইতে যে, কোন সময় বোর্ডের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন, বিবরণী, নথিপত্র, রেকর্ড, কাগজ বা দলিল-দস্তাবেজ তলব করিতে পারিবে এবং সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা বোর্ডের যে কোন নথিপত্র, রেকর্ড, কাগজ বা দলিল-দস্তাবেজ পরিদর্শন করিতে পারিবে ।

৩৫। তথ্য সংগ্রহ, প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা।- (১) বোর্ড, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আদেশ দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে রাবার চাষ, রাবার উৎপাদন এবং রাবার শিল্প সংক্রান্ত যে কোন তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে ।

(২) নির্বাহী কর্মকর্তা বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে কোন রেকর্ড, রেজিস্টার, দলিল বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরীক্ষা, যাচাই-বাছাই বা সংগ্রহ করিবার জন্য কোন রাবার বাগান বা স্থানে প্রবেশ করিবার অধিকারী হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট রাবার বাগান ও রাবার শিল্পের মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারী প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩) ধারা ৩৫(১) ও ৩৫(২) প্রতিপালনে ব্যর্থ রাবার বাগানের মালিকের অনুকূলে প্রদত্ত লীজ বাতিলসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৩৬। ক্ষমতা অর্পণ।- চেয়ারম্যান এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন উহার কোন ক্ষমতা, লিখিত আদেশ দ্বারা নির্বাহী কর্মকর্তা বা বোর্ডের কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে ।

৩৭। বাগান বিক্রয় বা হস্তান্তর করার ক্ষমতা।- বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তদ্‌কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা পুনর্বাসিত বাগান যে কোন বাংলাদেশি নাগরিক, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৩৮। বাগান মালিকদেরকে রাবার আবাদের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা, ইত্যাদি।- (১) বোর্ড, সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোন বাগান বা ক্ষুদ্রায়তন বাগানের মালিককে, সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাবার উৎপাদনের জন্য, উক্ত বাগানে প্রতি বৎসর উক্ত আদেশে উল্লিখিত ন্যূনতম পরিমাণ এলাকায় রাবার আবাদ বা পুনরাবাদসহ কিভাবে উক্ত রাবার আবাদ বা পুনরাবাদ করিতে হইবে সেই ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত নির্দেশনায় কত বৎসর পর্যন্ত রাবার গাছ রাখা যাইবে, কিভাবে রাবার আবাদ বা পুনরাবাদ করিতে হইবে অথবা কী পরিমাণ শূন্যস্থান রাখা যাইবে সেই সকল বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে, সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোন বাগান বা ক্ষুদ্রায়তন বাগানের মালিককে উক্ত বাগানে উক্ত আদেশে বর্ণিত এলাকায় অন্যান্য গাছ রোপণ করিবার অথবা রাবার চাষের জন্য অনুপযোগী জমিতে অন্যান্য ফসল চাষ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪) কোন বাগান মালিক উপ-ধারা (১), (২) অথবা (৩) এর অধীন যে নির্দেশনা প্রদান করা হইয়াছে উহা প্রতিপালন না করা পর্যন্ত প্রতি বৎসর প্রতি একর বাবদ ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা হারে প্রশাসনিক জরিমানা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত হারে মোট প্রশাসনিক জরিমানার পরিমাণ নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে এবং উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর অধীন নির্দেশনা পালনে ব্যর্থ বাগান মালিককে কেন নির্ধারিত প্রশাসনিক জরিমানা পরিশোধের আদেশ দেওয়া হইবে না ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহার কারণ ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রশাসনিক জরিমানার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক নির্বাহী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বাগান মালিককে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৬) প্রশাসনিক জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে নোটিশ জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানের বরাবরে আপিল করা যাইবে এবং উক্তরূপ আপিলের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) আপিলের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রশাসনিক জরিমানার পরিমাণ পুনঃনির্ধারিত হইবে এবং উহা পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে সংশ্লিষ্ট বাগান মালিক বাধ্য থাকিবে।

(৮) এই ধারার বিধান অনুসারে প্রশাসনিক জরিমানার অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, উক্ত প্রশাসনিক জরিমানার অর্থ Public Demands Recovery Act, 1913 এর বিধান অনুযায়ী আদায় করা হইবে।

(৯) জরিমানার অর্থ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব তহবিলে জমা করিতে হইবে।

৩৯। রাবার বাগানের জমির অবৈধ ব্যবহার রোধ করিবার ক্ষমতা।- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড এই আইনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থি কোন কাজে বাগানের জমি ব্যবহার না করিবার আদেশ জারি করিতে পারিবে।

৪০। রাবার রপ্তানি বরাদ্দ।- (১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রতি বৎসর ১ জানুয়ারি হইতে ৩১ ডিসেম্বর সময়ের মধ্যে রাবারের রপ্তানি বরাদ্দ নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্দিষ্টকৃত রপ্তানি বরাদ্দ নিলামের মাধ্যমে ক্রয়কৃত রাবার হইতে বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত পদ্ধতিতে রপ্তানি করা যাইবে।

৪১। রাবার রপ্তানি।- (১) রাবার রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে ধারা ২১ এর বিধান অনুযায়ী বোর্ড হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) বোর্ড, বিশেষ অবস্থায়, কোন ক্রেতাকে নিলামে ক্রয়কৃত রাবারের পরিবর্তে নিলাম বহির্ভূত অন্য কোনভাবে ক্রয়কৃত রাবার রপ্তানির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

৪২। রাবার নিলাম।- (১) বোর্ড প্রয়োজন মনে করিলে কোন বাগানে উৎপাদিত বিক্রয়যোগ্য রাবার হইতে বাগানের মালিক কর্তৃক সরাসরি বিক্রয়কৃত রাবার ও সরাসরি রপ্তানিকৃত রাবার ব্যতীত সকল রাবার এতদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য বোর্ড নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড কোন বাগানে প্রতি বৎসর উৎপাদিত রাবার হইতে কি পরিমাণ রাবার মালিক সরাসরি বিক্রয় করিতে পারিবে উহা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৩) বোর্ডের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন মালিক বাগানে উৎপাদিত রাবার সরাসরি বিক্রয় বা রপ্তানি করিতে পারিবে না।

(১) রাবার আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারককে প্রত্যেক কনসাইনমেন্ট এর জন্য জাহাজিকরণের পূর্বে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তথ্যাদি সরবরাহপূর্বক বোর্ড হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।
(২) আমদানিকারককে আমদানিকৃত রাবারের চালান কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খালাসের পর ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রপ্তানিকারক দেশের নাম, রাবারের গ্রেড, পরিমাণ, আমদানি মূল্য ও ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি বোর্ডে প্রেরণ করিতে হইবে।

৪৪। চুক্তি নিবন্ধীকরণ।- বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, রপ্তানির উদ্দেশ্যে রাবার বিক্রয়ের জন্য এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত কোন চুক্তি বা যে কোন শ্রেণির চুক্তি উক্ত আদেশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে নিবন্ধীকরণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৫। পরিবহণ, গুদামজাতকরণ বা বিক্রয় নিষিদ্ধকরণের ক্ষমতা।- বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে নির্ধারিত প্রক্রিয়া ও শর্ত প্রতিপালন ব্যতীত কোন রাবার অথবা বিশেষভাবে চিহ্নিত কোন রাবার পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, ক্রয়, বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তি না করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৬। নিবন্ধীকৃত কারখানা ব্যতিরেকে রাবার প্রস্তুত নিষিদ্ধকরণ।-
(১) কোন ব্যক্তি নিবন্ধীকৃত রাবার কারখানা ব্যতীত রাবার প্রস্তুত করিতে পারিবে না।
(২) কোন ব্যক্তি নিবন্ধীকৃত কারখানায় রাবার প্রস্তুত ব্যতীত অন্য কোন স্থানে রাবার রাখিতে, গুদামজাত করিতে, ক্রয়, বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য সম্মত হইতে বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করিতে পারিবে না।

৪৭। তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা।- সরকার, বোর্ডের সুপারিশক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

৪৮। নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।- সরকার, এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫০। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে, বোর্ড, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, বোর্ড, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে; যথাঃ-

(ক) বোর্ড ও কমিটির সভা পরিচালনা;
(খ) পরিদর্শন পদ্ধতি ও ধরণ;
(গ) বোর্ডের কর্মচারীগণের চাকরি প্রবিধান;
(ঘ) বোর্ড ও কমিটির সভায় যোগদানের জন্য সদস্যগণের ভ্রমণভাতা ও সম্মানি;
(ঙ) বোর্ডের কর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব; ইত্যাদি এবং
(চ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় যে কোন বিষয়ে:

৫১। এই আইনের কতিপয় বিধান প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা।- এই আইনের ধারা ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫ এর বিধানের কোন কিছুই নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি-
(ক) কাস্টমস কর্মকর্তার সন্তুষ্টিক্রমে বাংলাদেশের বাহিরের কোন দেশ হইতে বাংলাদেশে রাবার আমদানি করা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয়;

(খ) যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে কোন জলযানের নাবিক ও যাত্রীর সংখ্যা এবং যাত্রা পথের দূরত্ব বিবেচনাক্রমে যে পরিমাণ রাবার কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ বলিয়া বিবেচিত হয়; অথবা

(গ) ডাকযোগে অথবা বিমানযোগে অনধিক দশ কেজি ওজনের রাবার এর প্যাকেটে নমুনা হিসাবে রপ্তানি করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়
অপরাধ ও দন্ড

৫২। মিথ্যা বিবৃতি প্রদান।- অপরাধসমূহঃ

(১) যদি কোন ব্যক্তি, -

(ক) এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন বিবরণী প্রদান বা তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকেন, যাহা বাস্তবে মিথ্যা বা মিথ্যা বলিয়া তিনি জানিতেন, বা মিথ্যা অথবা সত্য নয় বলিয়া তিনি জানিতেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে, অথবা

(খ) কোন বহি, হিসাব রেকর্ড, ঘোষণা, বিবরণী অথবা অন্য কোন দলিলাদি, যাহা উক্ত আদেশ দ্বারা তিনি সংরক্ষণ বা প্রদান করিতে বাধ্য উহাতে এইরূপ কোন বিবৃতি প্রদান করেন, অথবা

(গ) বহি, হিসাব অথবা অন্য কোন রেকর্ড দুই সেট করিয়া সংরক্ষণ করেন, যাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি অভিন্ন নয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত কর্মকান্ড হইবে একটি অপরাধ। এছাড়া,

(২) যদি কোন ব্যক্তি-

এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করেন, বা এই আইনের অধীন জারীকৃত কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হন, বা বোর্ডের কোন কর্মকর্তাকে কর্তব্য সম্পাদনে বাধা প্রদান করেন বা উক্ত কর্মকর্তার চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে উক্তরূপ কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি ধারা ৫৩ এ বর্ণিত দণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

৫৩। দন্ড।–

(ক) ধারা ৩৮ ব্যতিত এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করেন, বা

(খ) এই আইনের অধীন জারীকৃত কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হন, বা

(গ) বোর্ডের কোন কর্মকর্তাকে কর্তব্য সম্পাদনে বাধা প্রদান করেন, বা উক্ত কর্মকর্তার চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দলিল পত্র প্রদর্শন না করেন,

তাহা হইলে উক্তরূপ কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসর কিন্তু অন্যূন ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা ক্ষুদ্রায়তন বাগানের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা কিন্তু অন্যূন ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা এবং বৃহদায়তন বাগানের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা কিন্তু অন্যূন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবে।

৫৪। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার।- (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

৫৫। অপরাধের আমলযোগ্যতা।- ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) হইবে।

৫৬। মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার।- এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, যেক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত করিয়া বিচার করা যাইবে।

৫৭। অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা।– ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তির উপর ধারা ৫৩ এর অধীন অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ধারায় উল্লিখিত অর্থদন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৫৮। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।- (১) কোন কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে উক্ত কোম্পানির এইরূপ পরিচালক, নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উক্ত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত ব্যক্তিস্বত্বা (Body Corporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে কেবল অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) ''কোম্পানি'' অর্থে যে কোন সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি বা এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন বা সংস্থা বা এজেন্টও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) ''পরিচালক'' অর্থে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এর সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
বিবিধ

৫৯। অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা- সরকার, আদেশ দ্বারা, যে কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গকে অনুরূপ আদেশে উল্লিখিত মেয়াদে ও শর্তে এই আইনের সকল অথবা যে কোন বিধান পালন হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৬০। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।
(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৬১। রহিতকরণ ও হেফাজত।–

(১) বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৩ নং আইন), অতঃপর রহিত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্ণিত প্রজ্ঞাপনসমূহ রহিত হইবে, যথাঃ-

(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের বন, মৎস্য ও পশুসম্পদ বিভাগের Notification No. 1/ For-109/75/1109, তারিখ 1st October 1977 ও Notification No. 1/ For-109/75/1046(A), তারিখ 10th November 1977;

(খ) কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের Notification No. 1/ For-109/75/162, তারিখ 23rd March 1977;

(গ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং পবম/-৮/বস-১৫/৯১/৪৩৯, তারিখ ১১-০৪-১৯৯১ইং; প্রজ্ঞাপন নং-পবম-৪/বশি-১৫/৯১/৪৮৫, তারিখ ০১-০৬- ১৯৯১ইধ; প্রজ্ঞাপন নং পবম-৩(৫ রাবার)/৩/৯১/৭৬১, তারিখ ১৩-০৮-১৯৯১ ইং প্রজ্ঞাপন নং-পবম-৬/রাবার-৬/৯২/৫১৫, তারিখ : ২২-০৮-১৯৯৩ ইং ও প্রজ্ঞাপন নং-পবম-৬/রাবার-৬/৯২/১২০, তারিখ : ০৪-০৬-৯৪ ইং এবং

(ঘ) এতদসংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রজ্ঞাপন, যদি থাকে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও রহিত আইন ও প্রজ্ঞাপনের অধীন __

(ক) কৃত কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোন কার্যক্রম বা গৃহীত ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।